১। তুমি কি জানো?

তুমি কি জানো, জীবন কী?

তুমি কি জানো, মরণ কী?

তুমি কি জানো, আলো কী?

তুমি কি জানো, আনন্দ কী?

তুমি কি জানো, খুশি কী?

তুমি কি জানো, আশা কী?

তুমি কি জানো, ভরসা কী?

তুমি কি জানো, বিশ্বাস কী?

তুমি কি জানো, মন কী?

তুমি কি জানো, অন্তর কী?

তুমি কি জানো, হৃদয় কী?

তুমি কি জানো, প্রাণ কী?

তুমি কি জানো, তুমি আমার কী?

তুমি আমার জীবন-মরণ,

তুমি আমার আলো-আনন্দ,

তুমি আমার খুশি-আশা,

তুমি আমার ভরসা-বিশ্বাস,

তুমি আমার মন-অন্তর,

তুমি আমার হৃদয়-প্রাণ,

তুমি আমার জানেরই জান।।

(রচনাকাল-১৯/০৯/১৯৯৯ খ্রিঃ)

২। বাংলা ভাষার পণ

যে ভাষাতে মা বলেছি

যে ভাষাতে গান করেছি,

যে ভাষাতে আঁকি ছবি

যে ভাষাতে আমরা কবি,

বাংলা ভাষা নাম যে তাহার

এমন ভাষা আছে কি আর?

রক্ত দিয়ে, প্রাণ যে দিয়ে

এ ভাষারই মান বাঁচিয়ে,

চলবো মোরা সারা জীবন

নিলাম মোরা আজকে এ পণ।।

(রচনাকাল-২১/০২/১৯৯৯ খ্রিঃ)

৩। শুধু তোমার জন্যে

ভালোবাসি, ভালোবাসি

কাঁদছো কেনো এতো,

মিথ্যে মোটে' নয় তো।

একবার, দু'বার, বারবার

মরবো তোমার জন্যে,

হারাও যদি দূর নীলিমায়,

খুঁজবো হয়ে হন্যে।

তুমি আমার আঁধার রাতে

আলোর প্রদীপ উজ্জ্বল,

পাই যদি তোমায় আমি,

জীবনটা মোর হবে সফল।

তুমি ছাড়া এ জীবন মোর

রাখবো না যে আমি,

এ তো ভালোই জানো,

জেনে গেছো তুমি।

সারা জীবন থাকবো আমি

তোমার জন্যে বসে,

না যদি পাই গো তোমায়,

পরবো গলায় ফাঁসি হেসে।

পরকালেও বাসবো ভালো

বলে দিলাম কানে কানে,

কাঁদিও না তখন তুমি,

হতচ্ছাড়ার সেই মরণে।।

(রচনাকাল-২১/০২/১৯৯৯ খ্রিঃ)

৪। এলানাগা’র দুটি কবিতা

মূলঃ এলানাগা
অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

(কবি এলানাগার আসল নাম নাগরাজ সুরেন্দ্র। ভারতীয় এই কবি লিখেন তেলেগু ভাষায়-অনুবাদক)

ক) লাশ

দুটি চোখ আছে আমার সত্য
নান্দনিক কিছু দেখি না যে নিত্য।

যদিও আমার আছে দুটি কান
শোনি না কভু মিষ্টি সুরের গান।

আমার আছে বটে হৃদয় একখানা
কিন্তু কোন অনুভূতিই তাতে জাগে না।

অবস্থা আমার এমনতরো যদি হয়
লাশও কি এই আমার চেয়ে উত্তম নয়?

খ) উপলদ্ধি

ছিলাম গরীব
ধনী হলাম,
বিলাসিতায় গা
ভাসিয়ে দিলাম।

পুণ্যবান এক ভিখিরির সনে
কাটিয়ে একটি দিন,
বুঝে নিলাম এই দুনিয়ায়
আমিই বরং মিসকিন।।

৫। তীর ও গান

মূলঃ হেনরি ওয়ার্ডওয়ার্থ লংফেলো

অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

একটি তীর ছুঁড়লাম আকাশের গায়

এটি পড়লো মাটিতে-জানি না কোথায়,

কারণ, এটি উড়ে গেলো এতো জোরে,

দৃষ্টির কী সাধ্য-অনুসরণ করে?

গাইলাম একটি গানও বাতাসে, হায়

মাটিতেই ফিরে এলো-জানি না কোথায়,

এতো সুক্ষ্ণ-শক্তি কার বলো দৃষ্টি,

ধেয়ে যাবে একটা গানের তীব্র সে গতি?

পরে, বহুদিন পরে, একটি ওকে গাছে,

দেখি সেই তীরটি অক্ষত আটকে আছে।

আর সে গানটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

পাওয়া গেলো এক বন্ধুর হৃদয়ে-সুরক্ষিত।।

৬। হেমলক

অতি অবেলায় তুমি
হারিয়ে গেছো তাই,
কবিতার মাঝে নিজেকে
নিত্য খুঁজে বেড়াই।

অথৈ জলে আমায় তুমি
নিক্ষেপ করেছো, হায়,
বসত আমি গড়েছি গো
নিকষ কালো তমসায়।

তোমার দেয়া হেমলকে
কী এমন আছে বলো বিষ,
নীলকন্ঠ এ আমি হারালাম
জীবনতরীর হদিস?

স্বপ্নগুলো এমনি করে
করলে কেনো ছিন্ন,
আমার বুকে আঘাত করে
কী এমন হয়েছো অনন্য?

৭। ভ্রূকুটি

তুমি উন্মাদ বলেছো,
বলেছো, অসভ্য আমি,
সারমেয় আমার প্রজাতি।

উদভ্রান্ত, পথহারা,
সময়ের রথে অদক্ষ নাবিক,
ডানাহীন পাখি, নপুংসক,
আরও কতো বুলেট আর
মিসাইল নিক্ষেপ করেছো তুমি।

মেনেই নিয়েছি সব,
মেনে নিতে হয় বলেই।

কেননা, আমি জানি,
পার্থিব এ জগতময়
কেবলই শৃংখলিত পরিসীমা
আর ভ্রূকুটির বেড়াজাল।।

৮। স্মৃতি

সেদিন হঠাৎ এক পান্ডুর বিকেলে
নিষ্প্রভ তারকার ন্যায়,
উদিত হলাম আমি
তোমার আঙ্গিনায়।

ও হাতে এ হাত রেখে
হেঁটেছি বালুকা-ভেলায়,
অনুভবই করিনি কভু
পৃথক স্বত্তায়।

সেই আমরাই এখন
কালের অভিশাপে, হায়,
স্মৃতির সাগরেই শুধু
হাবুডুবু খাই।।

৯। বদল

জনতার স্রোতে, অনেক মানুষের ভীড়ে,
তোমার ও চোখে রেখেছিলাম চোখ,
তোমার ও হাত ছিলো ভিন্ন কোন হাতে
হৃদয় ভেঙ্গেছিলো আর ভেঙ্গেছিলো বুক।

অতঃপর, পেরিয়ে গেছে কতোকাল,কতোদিন,
জেগেছে এ মনে কতো দ্বীপ আর বালুচর,
অশ্রুর ঢলে জেগেছে কতো প্লাবন আর
কতো গেরস্থ বদল করেছে ঘর।

তথাপি দেখো, দেখো আমায়, একবার
যেখানে যেমন ছিলেম তখন,
ঠিক সেখানেই আছি স্থবির আর
এতটুকু ভুলেনি তোমায় এ মন।।

১০। অভিশাপ

ইদানিং মাঝরাতে, সীমাহীন নৈঃশব্দে,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আর কেঁপে কেঁপে উঠি,
হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে বেদনা জাগাই আর
লোনা জলে ভিজে যায় দুঃখী নয়ন দু'টি।

মনের সাঁকো ভেঙ্গে যায়, ছিঁড়ে যায়
হৃদয়-তন্ত্রীর সব সুর-রাগীনি,
প্রাণান্ত সাধনাই কেবল করে গেছি,
গোলাপ-কুঁড়ি ভাগ্যে জোটেনি।

মহুয়া বনে মধুকর হতে পারিনি বলে
দিইনি কভু, দেবো না কোন অভিশাপ,
জীবনতরীর রঙ্গীলা সেজেছো মাঝি,
আমিই কেবল গিলছি জহর-শরাব।।

১১। নাগরিক কসাই

প্রতিদিনের সূর্যোদয় বড়ই গা সওয়া হয়ে গেছে আমার।
এখন আর আগের মতো সূর্যাস্তের আরক্তিম দৃশ্যও
হৃদয়ের স্নায়ূ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় না।

এখন আর দিকচক্রবাল জুড়ে অতিথি পাখির,
অস্থির ডানা ঝাপটানোর প্রতিধ্বনি উঠে না,
বসন্তে কোকিলের দেখা মেলে না কিংবা
ফাগুনও জাগায় না মনের গহীনে এক

বুক-পোড়ানো শিহরণের ঢেউ।

অথচ কিছুই করার নেই, কোন প্রতিকারও নেই।

সর্বপ্লাবী এক ভয়াল নীরবতার ছায়া জেঁকে আছে
উঠোন জুড়ে।

পৃথিবীর তাবৎ অভিযোগ সৃজনে বা শ্রবণে
মোড়ে মোড়েই ঠিকানা নির্দিষ্ট করা আছে, জানি।

কিন্তু এক নন্দনতাত্ত্বিক, নাগরিক কসাই,
যে কিনা শুধুই করে পাঁজর, কলিজা,ফুসফুস
আর হৃৎপিন্ডের মাংসের বেসাতি,
তার বিরুদ্ধে ইনসাফের মোকাদ্দমাটা
কোথায় যে দায়ের করি,বলো?

১২। বিবেকের প্রলাপ

আমাদের যতো শুভ বোধ

হারিয়ে সব যাচ্ছে,

বর্বর দৈত্যরা সব

দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

শুভ্র সফেদ কপোতগুলো

ভয়ে বড্ড কাঁপছে,

দূর নীলিমায় ওই দেখো ওই

বকের সারি হারাচ্ছে।

মানুষ হচ্ছে দৈত্য আজ

দৈত্য এখন মানুষ,

বিবেকগুলো মনের ঘরে

বকছে প্রলাপ বেহুঁশ।

১৩। পুতুল-পুরুষ

সাগরের লোনা জলে
খেলা করে বিরহী ঝিনুক,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে দিনমান
খুঁজে মরে দয়িতার মুখ।

দখিনা হাওয়া কালে
উত্তরী বায়,
বন্ধ্যা-নারী কভু
'বৎস' 'বৎস' রবে কাতরায়।

অক্ষম ন্যূব্জ আর
নির্বিষ এক পুতুল-পুরুষ,
আমারই নেই কোন
সচকিত হুঁশ।।

১৪। অশুভ ছায়া

আদিগন্ত বিস্তৃত এ সবুজ ভূ-খন্ড
রক্তাক্ত এখন হায়েনার ভয়াল থাবায়।

পক্ষীকূল নীড়হারা, কিচির-মিচির ভালোবাসার
অমোঘ বাণী এখানে বিস্মৃত।

কাক-চক্ষু দিঘীর জলে বিষাক্ত
জীবাণুর অবাধ, কিলবিল বয়ে চলা।

ফুলেরা গন্ধহীন, মৌমাছি নিশ্চল,

আকাশ-মাটির নিঃসীম অনুরাগও অবরুদ্ধ।

অদৃশ্য এক প্রেতাত্মার অশুভ ছায়া
ভর করেছে আজ প্রিয় স্বদেশের
পাললিক মাটির তামাটে শরীরে।।

১৫। মালা

এবার থাম, অনেক দেখিয়েছো,
অনেক দেখেছি তোমার লম্ফদান,
এবার সময় এসেছে কাজের
মেঠোপথে হও এসে জনতার সমান।

কোন কোন দিঘীর পাড়ে বা কোন ময়দানে
গলার রগ ফুলিয়ে করো না আর বক্তৃতা,
বলি সাবধান, থামাও গলাবাজি
বড্ড ক্ষেপেছে আজ আম-জনতা।

করেছো যা, বলবে শুধু তা-ই
করবে যা, তা বাদ রাখো,
পায়ে পড়ে জনতার, ক্ষমা চেয়ে নাও
প্রয়োজনে মা-বাপ ডাকো।

রক্ত অনেক চুষেছ তুমি
এবার নেবো তার বদলা,
ফুল দেবো না আর ভালোবাসা
দেবো জুতোর মালা।

১৬। স্থির

সময় বয়ে যায় তার আপন নিয়মে
পাতারা ঝরে যায় কাঠফাটা গরমে।

শিরদাঁড়া কুঁজো হয়- ভঙ্গুর মজ্জা,
বাসি হয়ে যায় কালে ফুলেল শয্যা।

সাগর শুকিয়ে যায়, জেগে উঠে চর,
অচেনা হয়ে উঠে কভু পরিচিত ঘর।

দখিণা সমীরণ গতি পথ বদলায়,
রাতের তারা দিনের গভীরে লুকায়।

জাগতিক ঘূর্ণিতে সবকিছু হায়,
এমনি করে নিজেকে ছাড়িয়ে যায়।

অথচ আপন সত্ত্বায় যখনি তাকাই,
নিয়মের লঙঘনই কেবল দেখতে পাই।

বেদনায় কাঁপে নাড়ি শিরশির
শুরুতেই এখনো রয়েছি স্থির।

(দৈনিক কক্সবাজার এর সাহিত্য পাতায় ০৫/০৭/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

১৭। আশ্রয়

বিশ্বাস করো,বৃষ্টির রিমঝিম
শব্দের অনুপম সুর ও লয় ছেড়ে,
নিষ্ফল কাব্যে কখনো আশ্রয়
আমি খুঁজিনি।

খুঁজিনি যে, সে তোমার মনের
আকাশে, মিটমিটে তারকারাজি
সাক্ষ্য দেবে।

অথচ কী আশ্চর্য্য! কী করে
এমন আমূল বদলে যায়

মানুষের জীবন,
পলাতক শব্দের খুঁজেই আমি
জীবনকে মন্থন করছি এখন।

(দৈনিক কক্সবাজার পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ২৮/০৬/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

১৮। পোড়া এ দু'নয়ন

ইচ্ছে ছিলো, তোমার পুষ্পদন্ডের

মতো, ওই আঙ্গুলগুলো শিশিরের

সবটুকু কোমলতায় ছোঁয়ে দেবো।

গোপন শীৎকারে কেঁপে কেঁপে

অবশেষে মূর্ছিত হবে তুমি।

কিন্তু না, হলো না, হয়ও না সবার

একটি চিল, কালো চিল,

তীব্র ছোঁ মেরে অন্ধকার করে

দিলো, আমাদের এই পৃথিবী।

ঠোকরে ঠোকরে, খাবলে নাকি

চিলটা এখন তৃষ্ণাকে করে নিবারণ

অথচ হৃদয় গহীনের বাষ্পগুলো মোর

পূর্ণ করে দেয় পোড়া দু'নয়ন।।

(দৈনিক কক্সবাজারের সাহিত্য পাতায় ০৬/০৯/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

১৯। নিবদ্ধ দৃষ্টি

তুমি তো এখন অন্য কারো

আমার ছোট্ট পাতার ঘরে

পড়ে না আর তোমার পদধূলি।

এখন তো অন্য কারো প্রাসাদে

জীবন প্রদীপ হয়ে থাকো

নিবদ্ধ দৃষ্টি কারো ফেরার পথে।

আমিও ফিরি এ পথে

যেমন ফিরতাম সোনালী সেই দিনগুলোয়,

কই, কেউ তো আমার জন্যে থাকে না বসে

চিন্তিত হৃদয়ে-উদগ্র উৎসুকে

কেউ তো বলে না আবেগে কেঁপে

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ, আমি যে

বসে আছি সেই কবে থেকে

হৃদয়ের সমস্ত পরশ নিয়ে?"

তবুও বেঁচে আছি, রেখেছি ধরে

জীবনের উষ্ণতা, বহুযুগ আগের

সেই আবেগময় স্পর্শ আর

অনুপম সুগন্ধির বেড়াজালে।

এখনও স্বপ্ন দেখি,

ডাগর ডাগর আঁখি তোমার

ঘৃণায় কালো হয়ে আছে

ছুটছে আগুণের ফুলকি।

কেনো! কিন্তু কেনো এমন হয়

কেনো এমনভাবে স্বপ্নভূমি খান খান হয়ে যায়

মরে যায় হৃদয়ের প্রণয়?

(দৈনিক আজকের দেশ-বিদেশ এর সাহিত্য পাতায় ২২/০৮/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

২০। শিখা

আমি অবাক হইনি।

কি করেই বা হই, বলো?

সুগভীর মর্মন্তুদ যে অনুভব

আদিম সরলতায় পেরিয়েছে এতোকাল,

যে যাতনার চিরায়ত অবয়ব

সে আবার কবে নূতন হলো?

শব্দের লাবণ্যে যে প্রাণীর

শ্বাস-প্রশ্বাস, নিত্য পথচলা,

তার ললাটে কবেই বা জুটেছে

ঈপ্সিত রাজ-তোরণ?

জীবনপথে উল্টোরথের দৃপ্ত যাত্রী

কবেই বা হন্যে হয়ে খুঁজেছে

অপবাদ, অপমান আর

বক্রদৃষ্টির মর্মার্থ?

কাঁদবো কি, হাসিই সার

যখন দেখি, গনগনে চিতায়

ফুঁ এর পর ফুঁ দিয়ে কেউ

লেলিহান শিখা নেভাতে চায়।।

(রচনাকাল-১১/০৫/২০০২ খ্রিঃ)

২১। ঠিকানাবিহীন

ভেবেছিলাম, ফিরবো না আর।

যে মরুর লু’ হাওয়ায়

ঘর্মাক্ত অবয়বে আছি ডুবে নিরন্তর

সেখানটাতেই কাটাবো বাকিটা সময়।

ঝাউবিথীকার ঝিরঝির হাওয়ায় ভেসে

তোমার উন্মুক্ত করতলের সুবাস

বুকের গভীরে অনুভব করতে করতে,

সুতনু তোমার করতলে কর্কশ এ হাত রেখে

আর কখনোই দেখব না গাংচিলের অবাধ স্বাধীনতা

-এই ছিলো প্রত্যয়।

কিন্তু হায়, মানুষ যা চায়,

তা কি সে পেয়েছে বা পায়?

আমার ভেতর যে অন্য আমি আছে

সে মহা শঙ্কায় প্রলয় চিৎকারে

প্রমত্ত করলো পৃথিবী; আর আমিও

পৃথিবীর ওই প্রান্ত থেকে ছুটে এলাম

-এ প্রান্তে; রক্তাক্ত, অসহায় আর

সর্বোপরি ঠিকানাবিহীন।।

(দৈনিক কক্সবাজার এর সাহিত্য পাতায় ১২/০৪/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

২২। মহাকাল

সূর্যটা তখন ক্লান্ত, রোদ ম্রিয়মাণ

কিন্তু, কিছুই এসে গেলো না তাতে

হাজার উচ্ছল সূর্য তখন

কলকল উচ্ছাসে মত্ত বেলাভূমিতে।

চোখ-ধাঁধান রূপসীরা,

সুপুরুষের বগলদাবা হয়ে যত্রতত্র ঘূর্ণায়মান।

কলহাস্য, পরিহাস আর নিরর্থক বাগাডম্বর

পরিপূর্ণ করে তুলেছে জায়গাটা।

যেনো জীবন পূর্ণ-পুষ্পে বিকশিত তাদের কাছে।

কিন্তু এই আমি, জীবনের পথে

বারংবার পোড় খাওয়া এই আমি

শুধুই হারালাম নিজের ভেতর শামুকের মতো।

এতো রূপ, এতো হাসি, এতো রং, ঘনঘটা

একটুও ছুঁয় না আমাকে।

কেনো, কেনো এমনটি হয়?

উত্তর দাও, দাও উত্তর হে মহাকাল-সময়।।

(দৈনিক কক্সবাজার এর সাহিত্য পাতায় ২৬/০৪/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত)

২৩।স্মৃতির সাগর

সেদিন হঠাৎ এক পান্ডুর বিকেলে

নিষ্প্রভ তারকার ন্যায়,

উদিত হলাম আমি

তোমার আঙ্গিনায়।

যে অবিচ্ছদ্য যুগল সুদীর্ঘ দু'যুগ

হেঁটেছে বালুকা-ভেলায়

যে যুগল অনুভবই করেনি

পৃথক স্বত্তায়,

সেই আমরাই এখন

কালের অভিশাপে, হায়,

স্মৃতির সাগরেই শুধু

হাবুডুবু খাই।।

(রচনাকাল-০৭/০৯/২০০২ খ্রিঃ)

২৪। মিনতি

দৃষ্টি তোমার আড়াল করে

নিয়েছো যে-নিষ্ঠুর সজনী

নড়বড়ে এই কুঁড়েঘরে

বন্ধ যতো মিষ্টি হানাহানি।

সরিয়ে তুমি দূরে আমায়

সুখ কী যে পাও

জানি না, হায়

ফিরিয়ে আমায় নাও গো নাও।

সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে

ব্যাকুল চলো হই আবার

দয়ার দেবী একটু হয়ে

মিনতিটুকু রেখো আমার।

(রচনাকাল-১১/০৫/২০০২ খ্রিঃ)

২৫। নিষ্ফল স্বেদবিন্দু

হিমালয়-চূড়োয় আমি আরোহণ

করে দেখেছি,

বরফ-ঢাকা দক্ষিণ মেরুতে সেঁজেছি

দুঃসাহসী অভিযাত্রিক,

সাগর-বক্ষে হয়েছি আমি,

দুরন্ত নাবিক,

নিঃসীম আকাশের নিচে

কতো রাত তারা গুনেছি নিষ্ফল,

কিন্তু হায়, নিয়তির কী নির্মম

পরিহাস, দেখো, এতো সব

গমনাগমন, পরিশ্রমের স্বেদবিন্দু,

সব কালের গহিনেই হারিয়ে গেছে।

কেউ ফিরেই তাকায়নি

কেউ একটুও ধন্য করে তোলেনি

হতাশ্বাস এই আমাকে

সুগভীর কোন দীর্ঘশ্বাসে।।

(রচনাকাল-০৭/০৯/২০০২ খ্রিঃ)

২৬। কবিতার কথা

বিংশ শতাব্দীর জ্বলন্ত ট্রয় পেরিয়ে

একবিংশ শতাব্দীর পোড়োজমির জঠরে

কেবল কবিতাই ভরসা।

ভোরের হিমেল হাওয়া যখন

ঊনত্রিশে এপ্রিলের বিভীষিকার

বার্তা নিয়ে আসে দোরগোড়ায়,

সূর্য যখন দিকহারা মাস্তুলে

নিষ্প্রভ চমকায়,

দূর নীলিমার ওই চাঁদ যখন

কেবলই ভ্রূকুটি হানে,

কীট-দষ্ট ফুলে যখন কাপালিক

ভ্রমর দখল বর্তায়,

তখন বারবার মনে পড়ে-

কবিতা, হ্যাঁ, শুধু কবিতাই ভরসা।

কেবল কবিতাই পারে দিতে উপহার

একটি স্বর্ণালী সন্ধ্যে কিংবা সকাল সোনার।।

২৭। সাধ

আমাদের কিশোর কবি, সুকান্ত

একটি মোরগকে অমরত্ব

দিয়ে গিয়েছিলেন।

যদিও সুকান্ত নই আমি, তবুও

বড়ো সাধ ছিলো মনে,

অমরত্বে অভিষিক্ত করতে

না পারলেও,

অন্ততঃ একটি কবিতা লিখে যাবো

তোমার জন্যে।

অথচ কী পরিহাস দেখো অদৃষ্টের,

কেউ যখন সব্যসাচী সক্ষম কুশীলব,

মোরগে দেন অমরত্বের অমোঘ বাণী,

তখন পত্র-পুষ্পহীন রুক্ষবৃক্ষের

মতো, অকর্ষিত মাঠের

অক্ষম কৃষাণ হয়ে আছি।।

২৮। দ্বিচারিণী

সেদিন, পবন এসেছিলো।

ঠিক আগের মতোই আয়েসি ঢঙ্গে

বসে ছিলো বারান্দায়।

চোখের দৃষ্টিতে উল্কাবৃষ্টি

প্রশস্ত ললাটের সবটুকু উজ্জ্বল্য

উন্নত নাসিকার কামান হয়ে গর্জে উঠার

সর্বোপরি, সুনীল হয়ে হার না মেনে

কুরুক্ষেত্র থেকে বরুণাকে

ছিনিয়ে আনার দুরন্ত সাহস,

-সব অন্তর্হিত।

অবাক হয়ে আরও দেখলুম,

যেনো পবন নয়-ধ্যানমগ্ন কোন

ঋষি, দক্ষ চিত্রকরের ন্যায়

জীবনকে উচ্চকিত করছে

সুগভীর জলছাপে।

সচকিত তাকাতেই দেখলুম

-তার হাতে মূর্ত এক দ্বিচারিণীর অনিন্দ্য মুখ।।